

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى
 الْأَرَائِكِ يَبْتَظِرُونَ ۗ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارًا كَانُوا يُفْعَلُونَ ۗ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِذِ السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ وَإِذَا
 الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۖ وَأَذْنَتْ
 لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۖ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ إِلَىٰ رَبِّكَ
 كَذَّابًا مُّلقِيَةً ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِسَمِينَةٍ ۖ
 فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا أَيْسِيرًا ۖ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ
 مَسْرُورًا ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَاهُ ظَهْرًا ۖ فَسَوْفَ
 يَدْعُو أَشْوَبًا ۖ وَيَصِلُ سَعِيرًا ۖ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ
 مَسْرُورًا ۖ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ۖ بَلَىٰ ۖ إِنَّ رَبَّهُ
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۖ فَلَا أُفْسِرُ بِالشَّفَقِ ۖ وَالْأَيْلِ وَمَا
 وَسَقِ ۖ وَالْقَدِيرِ ۖ إِذِ الشَّقِ ۖ لَكَرَّكَبٍ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ ۖ فَمَا
 لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْمَعُونَ ۖ

(৩৪) আচ্ছ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো ?

সূরা আল-ইনশিকাকু

মকায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৫ ।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা জান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনদের কাছে হুটুটিতে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্ধিক থেকে দেয়া হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে, (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না ? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।

কাম্য মনে কর সেগুলো অর্জন করার জন্যে অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রত আছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত। এসব নেয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও ভেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নেয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী।

সূরা আল-ইনশিকাকু

এ সূরায় কেয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সং ও অসং কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফেল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্বারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগিরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্যে এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা—পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতেকরে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কেয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে— **وَإِذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ** —এর অর্থ অর্ধ শুনেছে অর্থাৎ, আদেশ পালন করেছে। **حُقَّتْ** —এর অর্থ **حَقَّ** অর্থাৎ, আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ —এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)—এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসঙ্গেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে। — (মাযহারী)

وَإِذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ — অর্থাৎ, পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগিরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِرٌ —এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। **كَادِرٌ** অর্থাৎ, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহর দিকে চূড়ান্ত হবে।

فَمَلْقِيَةٍ —এর সর্বনাম দ্বারা **كَادِرٌ** ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতি সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা **رَبِّ** ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্যে তার সামনে উপস্থিত হবে।

فَاتَمِّنْ أَوْ فِي حِكْمَةٍ بِمِوْنِهِ فَتَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا كَبِيرًا

وَيَتَّقِكَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا — এতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জন্মান্তের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন :
عَذَابٌ مِنْ حَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ هَبْ، سِوَا مَا يَكُونُ مِنْ حَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ هَبْ، سِوَا مَا يَكُونُ مِنْ حَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ هَبْ، سِوَا مَا يَكُونُ مِنْ حَسَبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
প্রশ্ন করলেন : কোরআনে কি يُحْسَبُ حِسَابًا كَبِيرًا বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নহু; বরং কেবল আলাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না।— (বোখারী)

إِنَّكَ كَانَتْ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا — অর্থাৎ, যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত।

فَلَا أَقْرَبُ مِنَ الشَّقَىٰ — এখানে আলাহ্ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার إِنَّكَ كَانَتْ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জগুয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত

হতে থাকে।

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ — এটাও وسق থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্রিত করা।

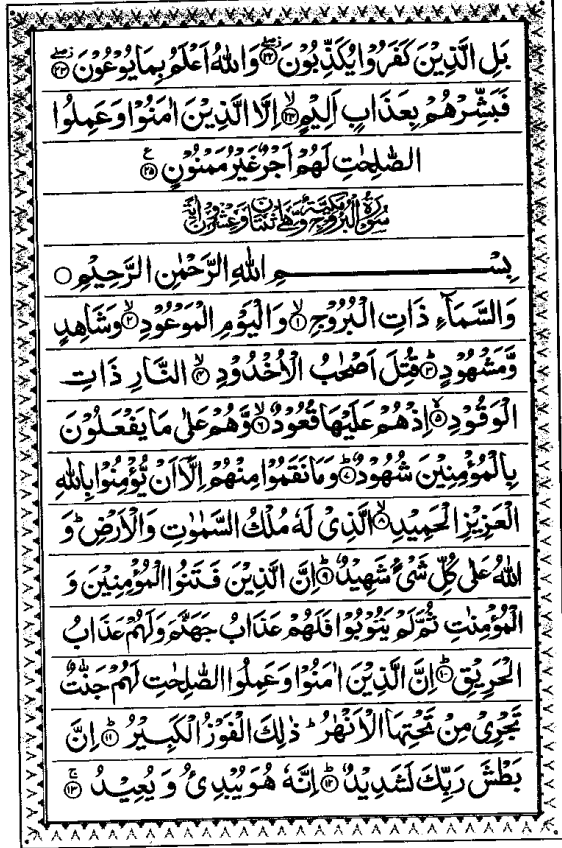
চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আলাহ্ তাআলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো দ্বিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طَبَقٍ বলা হয়। —এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

وَأَذَاتُ فِي عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لِكَيْ يُحْذَرُوا

সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েত পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আলাহ্‌র দিকে নত হয় না।

سَجُودٌ وَسُجُودٌ —এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। কলাবাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সেজদা উদ্দেশ্য নহু; বরং আলাহ্‌র সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য।

সূরা আল-ইনশিকা সমাপ্ত



(২২) বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সূরা আল-বুরাজ

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ২২।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয় (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ, অনেক ইচ্ছনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, (৯) যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। (১০) যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জন্মাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নিরিরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন।

সূরা আল-বুরাজ

এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, **وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ** এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূলধাতু **برج** — এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া। — এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে **وَلَا تَرَى جَنَاحَ طَيْرٍ وَلَا تَسْمَعُ أَلْوَالِيَهُ أَذًا وَلَا تَرَ مِنَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ** অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে **برج** — এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ, সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে **برج** বলা হয়। তাদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব **برج** — এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব **برج** — এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে শোভিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে; বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে **وَكُلٌّ فِي فَلَكَ يُطِيْرُ** এখানে **فلك** — এর অর্থ আকাশ নক্ষ, বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

— তিরমিযীর হাদীসের বরাত

এর **شاهد** — প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। (এক) বুরাজবিশিষ্ট আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) শুক্রবারের এবং (চার) আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলমানদের জন্যে পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফেরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মুমিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

— এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি

বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে — (এক) **فَكَفَرُوْا بِهِنَّ وَرَآءَهُنَّ عَذَابٌ اَلْوَعِيْقِ** অর্থাৎ, তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে, (দুই) **اِنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ** অর্থাৎ, তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ, জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাঁদের রুহ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল